بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মাকতাবাতুল ফুরকান

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

হজ ও উমরার প্রামাণ্য মাসাইল

মাওলানা মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী

অনুবাদ
মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব

সম্পাদনা
মাওলানা সৈয়দ আবদুল্লাহিল কাইয়ুম

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

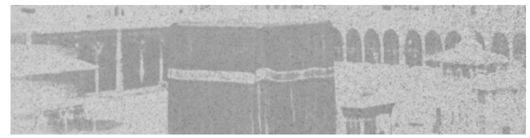

ইসলামী জীবন **হজ ও উমরার প্রামাণ্য মাসাইল**

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +8801730706735
প্রথম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৪৩ / নভেম্বর ২০২১
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
ISBN : 978-984-95227-8-2

মূল্য : ৳৫০০ (হার্ড কভার); **৳৪০০** (পেপারব্যাক)
USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ হচ্ছে হজ। এটি নামাযের মতো সবার জন্য ফরয না হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। উলামায়ে কেরাম মানুষকে সহজেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে অন্যান্য আমলের সঙ্গে হজের কথা বিশেষভাবে বলে থাকেন। তারা বলেন, এটি আল্লাহকে পাওয়ার একটি সহজ পথ—শর্ট কোর্স। সঠিক বিশ্বাস ও সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে হজ করতে পারলে নতুন জীবন লাভ করা যায়। অতীত জীবনের সব গ্লানি ও পঙ্কিলতা দূর করে ইসলামের পথে প্রশান্তিময় এক জীবন পেতে এর তুলনা নেই। সব যুগে সব মানুষই হজে যে প্রেরণা লাভ করেন, তা তার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে।

হজ ও উমরাকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে এর আহকাম বা বিধি-নিষেধ জানা জরুরী। কেবল জানাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট বিবেচিত হয় না, এজন্য বাস্তব প্রশিক্ষণও প্রয়োজন। তবে যে কোনো বিষয়েই প্রাথমিক জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থপাঠের বিকল্প নেই। বাংলাভাষায় হজ ও উমরা সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ ছাপা হয়েছে। *মাকতাবাতুল ফুরকান* ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা দীর্ঘদিন ধরেই লালন করে আসছে। স্নেহভাজন অনুবাদক মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব সেই ইচ্ছা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন। তিনি এমন একটি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন, যা অন্যান্য গ্রন্থাদি থেকে যেমন ব্যতিক্রম, তেমনি প্রয়োজনীয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*হজ ও উমরার প্রামাণ্য মাসাইল*—মাওলানা মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী রচিত *মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল মাসাইলে হজ ওয়া উমরা ওয়া হজ্জে বদল*-এর অনুবাদ। আশা করা যায়, সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে হজ করার ক্ষেত্রে আধুনিক মাসাইলের এক গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার হয়ে উঠবে এ গ্রন্থ।

হজের প্রাক-প্রস্তুতি থেকে শুরু করে হজ শেষে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত প্রায় সব বিষয়ই এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রচলিত হজ ও উমরার বিবরণ-সংক্রান্ত গ্রন্থ থেকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে গ্রন্থটিকে সাজানো হয়েছে। হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির সম্পদের উৎস ও আয়ের পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। প্রথমেই এ বিষয়ে অনেক মাসাইল সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া হজের ফরয, ওয়াজিব ও অন্যান্য মাসাইল; পুরুষ, নারী, শিশু, উন্মাদ, অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তি সম্পর্কিত মাসাইল; মিকাত কি এবং কতটি; ইহরামের নিয়ত, তাওয়াফে কুদূম, তাওয়াফে যিয়ারত, বিদায়ী তাওয়াফ ও নফল তাওয়াফ; মিনা, মুযদালিফা, আরাফা, জামারা, রমী, কুরবানী, যমযম, সাঈ, হলক, কসর নামাযসহ আরও অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। মোটকথা, বাইতুল্লাহর মেহমানদের জন্য এ গ্রন্থটি সঠিকভাবে হজ ও উমরা পালনে খুবই সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বেশি বেশি কবুল হজ ও উমরা করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৩ / ২ নভেম্বর ২০২১

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, *হজ ও উমরার প্রামাণ্য মাসাইল* এখন পাঠকের হাতে। আল্লাহ তাআলার অসীম করুনা ও তাওফীক ছাড়া একাজ কিছুতেই সম্ভব হতো না। বাইতুল্লাহর মেহমানদের জন্য সামান্য এ খিদমতে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

হজ আল্লাহর সঙ্গে বান্দার প্রেমের প্রকাশ। ভালোবাসা নিবেদন। মানুষ হজে গিয়ে তার জাত, বর্ণ, পেশা, শ্রেণি—সব পরিচয় ভুলে যায়। ইহরামের সাদা পোশাক জড়িয়ে কেবলই আল্লাহর বান্দা হয়ে ওঠে। মুমিনের জীবনে হজ পূর্ণতা এনে দেয়। বিপথগামীকে পুনরায় দাঁড় করিয়ে দেয় হিদায়াতের রাজপথে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটে চলার প্রেরণা যোগায়। জীবনে আসে শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা। হজের সুফল লাভ করতে এর যথাযথ নিয়ম পালনের বিকল্প নেই। অন্যথায় হজ শুদ্ধও হয় না। সাওয়াবের ঝুলি ভারী হওয়ার পরিবর্তে কাঁধে আসে গুনাহের বোঝা। এ বইটি *মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল মাসাইলে হজ ওয়া উমরা ওয়া হজ্জে বদল*-এর ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ। এটি দারুল উলুম দেওবন্দের সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী কর্তৃক সংকলিত সাড়া জাগানো মাসাইল সিরিজের একটি গ্রন্থ। ইতোমধ্যে হজ ও উমরার মাসাইল-সংক্রান্ত অনেক বই-ই প্রকাশিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বাংলা ভাষায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির প্রয়োজন রয়েছে কি না, আশা করি পাঠকমাত্রই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

গ্রন্থটি অনুবাদ ও প্রকাশের মূল উদ্যোক্তা অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *মাকতাবাতুল ফুরকান*। আল্লাহ তাআলা এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথাযথ প্রতিদানে ভূষিত করেন। এ মহতী কাজে যে যেভাবে অংশ নিয়েছেন, প্রত্যেকের যিন্দেগীতে মাবরূর ও মাকবুল হজ বার বার নসীব করেন। আমীন।

হামদুল্লাহ লাবীব
শুক্রবার, ২১ সফর, ১৪৪৩

সংকলকের কথা

আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে মাসাইল সিরিজের আঠারোতম কিতাব *মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল মাসাইলে হজ ওয়া উমরা ওয়া হজ্জে বদল* প্রকাশের পথে। যাতে হজের ফযীলত; হজ, উমরা এবং বদলি হজের সহজ ও জরুরী মাসাইল সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ্রন্থটিতে যে সমস্ত মাসআলা আলোচিত হয়েছে, তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির ওপর হজ আদায় করা ফরয, হজের শর্তাবলী কী, হারাম উপার্জনের মাধ্যমে হজ আদায় করা জায়েয আছে কি না? তাছাড়া সরকারি অর্থে হজ আদায়, নিয়ম-বহির্ভূত পন্থায় হজ এবং অন্যান্য ইবাদাত আদায় করা; হজের ফরয, ওয়াজিব এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য মাসাইল; পুরুষ, মহিলা, শিশু, উন্মাদ, অসুস্থ এবং মাযুর ও অক্ষম ব্যক্তি সম্পর্কিত মাসাইল; মিকাত কি এবং কতটি; ইহরামের নিয়ত, তাওয়াফে কুদূম, তাওয়াফে যিয়ারত, বিদায়ী তাওয়াফ ও নফল তাওয়াফ; মিনা, মুযদালিফা, আরাফা, জামারা, রামী, কুরবানী, যমযম, সাঈ, হলক, কসর নামায-সহ হারামাইন শারীফাইন এবং রওযায়ে আতহার-সংশ্লিষ্ট প্রায় সমস্ত মাসাইল কিতাবটিতে স্থান পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

হে আল্লাহ, পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ন্যায় এ গ্রন্থটিকেও সাধারণ এবং বোদ্ধামহলে সমাদৃত করে বান্দার জন্য আখিরাতের পাথেয় হিসেবে কবুল করেন। আগামীতেও দ্বীনী খেদমতের তাওফীক দান করেন। রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামীউল আলীম। আমীন।

মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী
দারুল উলূম দেওবন্দ

সূচিপত্র

হজের প্রাথমিক মাসাইল

- বাইতুল্লাহর হজ আদায় ফরয ২১
- হজের ফাযাইল ও মাসাইল ২২
- হজ ও উমরার পরিভাষা ২৭
- হজের সফরের পূর্বের জরুরী কাজসমূহ ৩১
- মক্কা ও মদীনায় অবস্থান সম্পর্কিত জরুরী হিদায়াত ৩২
- কেবল সম্পদশালী লোকেরাই কি হজ করে জান্নাত লাভ করতে পারে? ৩৪
- মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হজে যাওয়া ৩৫
- সরকারি চাকরির সুবাদে হজ আদায় করা ৩৬
- সরকারি খরচে হজ আদায় ৩৬
- সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার দ্বারা হজ রহিত হয়ে যাবে? ৩৭
- জমি বিক্রি করে হজ আদায় ৩৭
- অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থে হজ ৩৮
- হালাল উপার্জন থেকে ঘুষ গ্রহিতার হজ আদায় ৩৯
- উপহার বা ঘুষের অর্থে হজ আদায় ৩৯
- ঘুষ দিয়ে চাকরি গ্রহণকারীর হজ ৪০
- হারাম উপার্জন দিয়ে হজ আদায় ৪০
- হিজড়েপনার দ্বারা উপার্জিত অর্থে হজ আদায় ৪১
- প্রাইজবন্ডের অর্থ দিয়ে হজ আদায় ৪১
- অবাধ্য ছেলের হজে গমন ৪২
- প্রথমে নিজে হজ করবে, নাকি পিতা-মাতাকে হজ করাবে? ৪৩
- হজ আগে, নাকি ছেলের বিবাহ? ৪৪
- হজ এবং যাকাত ফরয হওয়ার মাঝে পার্থক্য ৪৫
- সাহেবে নেসাবের ওপর কি হজ ফরয? ৪৬
- সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজের পূর্বে উমরা করা ৪৬
- টুরিস্ট ভিসায় হজ আদায় ৪৭
- সৌদি আরবে কর্মরত ব্যক্তিদের হজ ৪৮

- হজ অফিসারদের হজ আদায় ৪৮
- যাকাত আদায় করে না যে ব্যক্তি, তার হজ ৪৯
- হজের জন্য জমানো টাকার যাকাত ৪৯
- ফরয হজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা ৫০
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হজ আদায় ৫০
- অন্ধ ব্যক্তির হজ আদায় ৫০
- হজ্জে আকবারী কি জিনিস? ৫১
- মাসজিদে হারামে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা ৫২
- হারাম ও হারামের বাইরে কাতারের শরয়ী হুকুম ৫৩
- হারাম শরীফের ইমামের পেছনে নামায আদায় ৫৩
- হারামের সীমানায় প্রাণী জবাই করা ৫৪
- হজে দুআ কবুলের জায়গাসমূহ ৫৫
- শিশুদের হজ ৫৬
- প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের হজ ৫৮
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের হজ ৫৮
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর ইহরাম ৫৯
- হজে ব্যবসা করা ৬০
- কবুল হজের আলামত ৬০
- হজ ও উমরায় গুনাহ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য ৬১
- হজে ছবি তোলা ৬২
- জীবনে একবার হজ ফরয হওয়ার রহস্য ৬২
- হজ ফরয হওয়ার সময় ৬৩
- মক্কাবাসী বাইরে থেকে ফেরার পর তামাত্তু করবে না কি কিরান? ৬৩
- ইহসার কি? ৬৪
- ইহসারের কিছু সুরত ৬৪
- ইহসারের হুকুম ৬৫
- হজের সফরে ইন্তিকালকারীর হজ ৬৭
- হজের সফরে ইন্তিকালকারীর জন্য সুসংবাদ ৬৭

হজে মহিলাদের বিবিধ মাসাইল

- মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে নামায এবং মহিলা প্রসঙ্গ ৬৮
- মাহরাম কাকে বলে? ৭০

- বানানো ভাইয়ের সাথে হজ আদায় ৭২
- স্বামীর আপন চাচা ও অন্যান্যদের সাথে হজ আদায় ৭২
- মাহরাম ব্যতীত সফর এবং মাহরামের সাথে হজ আদায় ৭৩
- হজ আদায়ের জন্য গাইরে মাহরামকে মাহরাম বানানো ৭৩
- মাহরাম ব্যতীত বৃদ্ধ মহিলার হজ আদায় ৭৪
- গৃহকর্মীকে নিয়ে হজে যাওয়া ৭৪
- বিধবা ও ইদ্দতকালীন হজ আদায় ৭৫
- গর্ভবতী মহিলার হজ ৭৫
- পালক পুত্রের সাথে মহিলার হজ আদায় ৭৬
- হজের উদ্দেশ্যে শুধু মহিলা কাফেলার হুকুম ৭৬
- পাতলা ওড়না গায়ে মহিলাদের মক্কা মদীনায় গমন ৭৭
- হজের মুবারক সফরে মহিলাদের পর্দা ৭৮
- মহিলাদের মাহরামের খরচ ৭৯
- মহিলাদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা ৭৯
- মহিলাদের ইহরাম ৮০
- ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চেহারা কি খোলা রাখা উচিত? ৮২
- মহিলাদের জন্য ইহরামের ওপর দিয়ে মাসাহ করা ৮৩
- মহিলাদের হজের জরুরী মাসাইল ৮৪
- আরাফার ময়দানে ঋতুমতি মহিলার কুরআনের আয়াত পাঠ করা ৮৬
- তাওয়াফের ভেতর যদি বালেগ হয়ে যায়? ৮৭
- মহিলা ইহরাম থেকে বের হওয়ার জন্য চুল কতটুকু কাটবে? ৮৯
- তাওয়াফে যিয়ারতের সময় মাসিক শুরু হয়ে গেলে করণীয় ৮৯
- অপারগতার ক্ষেত্রে মাসিক অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করা ৯০
- একান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে করণীয় ৯১
- সাত প্রকার তাওয়াফ এবং সেগুলোর বিধান ৯২
- বিদায়ী তাওয়াফের মাসআলা ৯৪
- মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো নিষেধ কেন? ৯৪
- একটি জরুরী হিদায়াত ৯৫

হজের যাবতীয় দিক নির্দেশনা

- ইহরাম কোথায় বাঁধবে? ৯৬

- ইহরাম গায়ে জড়ানোর সুন্নত পদ্ধতি ৯৬
- পবিত্র কাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ৯৯
- সাফা ও মারওয়ায় সাঈ ১০৩
- মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাটা ১০৫
- উমরার পর মক্কায় অবস্থান ১০৫
- মিনায় গমন ১০৬
- আরাফার ময়দানে ১০৭
- মুযদালিফায় রওয়ানা ১০৯
- মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন ১০৯
- দ্বিতীয়বার মিনার পথে ১১০
- তাওয়াফে যিয়ারত ১১১
- কঙ্কর নিক্ষেপ ১১১
- মক্কায় প্রত্যাবর্তন ও বিদায়ী তাওয়াফ ১১২

উমরা

- উমরার ফাযাইল ১১৪
- রমযান মাসে উমরা আদায় ১১৪
- উমরা কাকে বলে? ১১৫
- উমরা ও হজের মধ্যে পার্থক্য ১১৬
- এক নযরে উমরার কার্যাবলী ১১৭
- হজের মাসে উমরা আদায় ১১৮
- উমরা আদায়ের মাকরূহ দিনসমূহ ১১৮
- ইহরাম বাঁধার পর যে উমরা আদায় করা সম্ভব হয়নি ১১৮
- জেদ্দায় অবস্থানকারীর জন্য হজের মাসে উমরা আদায় ১১৯
- হজের দিনগুলোতে উমরা আদায় ১১৯
- হজের মাসে উমরা আদায়কারীর ওপর হজ ১২০
- উমরা আদায়ের পর কোন হজ হবে? ১২১
- উমরা কি হজের বদল? ১২১
- চাকরির উদ্দেশ্যে সফর ও উমরা আদায় ১২১
- উমরার সাওয়াব মৃতদের কীভাবে পৌঁছাবে? ১২২
- উমরার শর্তসমূহ ১২৩
- উমরার ফরয ও ওয়াজিবসমূহ ১২৩
- উমরার ইহরাম কোথা হতে বাঁধবে? ১২৪

- তায়েফ থেকে ইহরাম ব্যতীত উমরা আদায় ১২৫
- এক ইহরাম দিয়ে কয়টি উমরা করা যায়? ১২৬
- উমরা আদায়ের পদ্ধতি ১২৬
- উমরা আদায়ের পর চুল কাটার পূর্বে সাধারণ পোশাক পরিধান করার হুকুম ১২৭
- উমরায় বিদায়ী তাওয়াফের কী হুকুম? ১২৮
- উমরায় আরাফায় অবস্থানের হুকুম না থাকার কারণ কি? ১২৮

বদলি হজ

- বদলি হজ আদায় জায়েয ১৩০
- বদলি হজ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ ১৩১
- বদলি হজ কোথা হতে করাবে? ১৩২
- বদলি হজ কার পক্ষ হতে আদায় করানো হবে? ১৩২
- নজীবী সা. এর পক্ষ হতে হজ আদায় ১৩৩
- মা'যুর বাবার পক্ষ হতে জেদ্দায় অবস্থানকারী ছেলের হজ আদায় ১৩৪
- অপারগতার কারণে বদলি হজ করানো ১৩৫
- সফরের কষ্টের ভয়ে বদলি হজ করানো ১৩৫
- বদলি হজ কে আদায় করতে পারবে? ১৩৫
- বদলি হজ আদায়কারী কি ক্ষতি পূরণ নিতে পারবে? ১৩৬
- বদলি হজে গমনকারীকে সফরের খরচ কী পরিমাণ দিতে হবে? ১৩৮
- বদলি হজ আদায়কারীর নিজের ফরযও আদায় হয়ে যায়? ১৩৯
- বদলি হজের নিয়ত ১৪০
- একটি বদলি হজ দুজনের পক্ষ হতে আদায় করা ১৪০
- মৃতের পক্ষ হতে বদলি হজ করানো ১৪০
- অবণ্টিত পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বদলি হজ করানো ১৪১
- বদলি হজে কুরবানীর বিধান ১৪২
- বদলি হজের জরুরী মাসাইল ১৪২
- বদলি হজ আদায়কারীর নির্দেশনা বহির্ভূত কাজ ১৪৪
- বদলি হজ আদায়কারীর ভুলত্রুটি ১৪৪
- বদলি হজ আদায়কারীর যদি পথে ইন্তিকাল হয়ে যায়? ১৪৫
- বদলি হজ আদায়ের পর নির্দেশদাতার ঘরে আসা ১৪৫

মিকাত

- মিকাত কাকে বলে? ১৪৬
- মিকাত পাঁচটি ১৪৭
- মিকাতের সাইনবোর্ড এবং তানঈমের মাঝে পার্থক্য ১৪৮
- কাবার সম্মানার্থে তিনটি সীমানা নির্ধারিত রয়েছে ১৪৯
- মিকাতের হিকমত ১৫০

তালবিয়া

- হজের দিনগুলোতে অন্যদের তালবিয়া বলানো ১৫১
- মূর্খ লোক তালবিয়া কীভাবে পাঠ করবে? ১৫১
- তালবিয়া কোথায় পাঠ করবেন এবং কোথায় পাঠ বন্ধ করবেন? ১৫১
- তালবিয়ার জরুরী মাসাইল ১৫২

ইহরাম

- ইহরামের হিকমত ১৫৪
- ইহরামের চাদর কেমন হবে? ১৫৪
- ইহরামের চাদর লুঙ্গীর মতো সেলাই করা ১৫৫
- ইহরামের নিয়ত সম্পর্কিত জরুরী মাসাইল ১৫৬
- সাধারণ পরিহিত পোশাকেই ইহরামের নিয়ত করা ১৫৮
- ইহরাম বাঁধার নিয়ম ১৫৮
- মিথ্যা বলে ইহরাম ব্যতীত মিকাত অতিক্রম করা ১৬০
- হজের ইহরাম তাওয়াফের পর হজ আদায় ব্যতীত খুলে ফেললে করণীয় ১৬১
- মিকাত থেকে ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করার ব্যাপারে জরুরী মাসাইল ১৬১
- জেদ্দা থেকে মক্কায় আগমনকারীদের ইহরাম ১৬৪
- জেদ্দা থেকে ইহরাম কখন বাঁধতে পারবে? ১৬৫
- হিন্দুস্তানীরা কোথা থেকে ইহরাম বাঁধবে? ১৬৫
- বেহুশ ও রুগ্ন ব্যক্তির ইহরাম ১৬৬
- ইহরাম বাঁধার পর হজ না করে ফিরে আসা ১৬৮
- ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করা ১৬৯
- ইহরাম অবস্থায় ওযরের মাসাইল ১৬৯
- ইহরাম অবস্থায় কেমন জুতা পায়ে দিতে হবে? ১৭১

- ইহরাম অবস্থায় ফুল ইত্যাদি ব্যবহার করা ১৭২
- ইহরাম বাঁধার পূর্বে খুশবু ব্যবহার করা ১৭২
- ইহরামে ঘাড় ও কান ঢেকে রাখা ১৭৩
- ইহরাম অবস্থায় কম্বল গায়ে জড়ানো ১৭৩
- ইহরাম অবস্থায় গোসল করা ১৭৪
- ইহরাম অবস্থায় মেহেদি ব্যবহার করা ১৭৪
- ইহরাম অবস্থায় চুল বা শরীরে তেল ব্যবহার করা ১৭৫
- ইহরাম অবস্থায় ভিকস ও বাম ব্যবহার করা ১৭৬
- ইহরাম অবস্থায় মাজন ও টুথপেস্ট ব্যবহার করা ১৭৬
- ইহরাম অবস্থায় শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা ১৭৭
- ইহরাম অবস্থায় কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা ১৭৮
- ইহরাম অবস্থায় চুল মুণ্ডানো ১৭৮
- ইহরাম অবস্থায় মাথা বা চেহারা ঢেকে রাখা ১৭৯
- ইহরাম অবস্থায় উকুন মারা ১৮০
- ইহরামের জরুরী মাসাইল ১৮০
- হজে চুল কাটার হিকমত ১৮২
- ইহরাম খোলার জন্য কতগুলো চুল কাটা জরুরী ১৮৩
- হারামের বাইরে হলক করার বিধান ১৮৪

তাওয়াফ

- তাওয়াফের ফযীলত ১৮৬
- তাওয়াফ ও উমরার মধ্যে কোনটি উত্তম? ১৮৭
- তাওয়াফ ব্যতীত কাঁধ খোলা রাখা ১৮৭
- হেলিকপ্টারে বসে তাওয়াফ এবং উকূফে আরাফা করা ১৮৮
- হজের ইহরামের পর তাওয়াফ করা কি জরুরী? ১৮৮
- ওযু বিহীন তাওয়াফ করার হুকুম ১৮৯
- তাওয়াফ অবস্থায় ওযু ভেঙ্গে গেলে? ১৮৯
- অন্যকে দিয়ে তাওয়াফ করানো যাবে কি? ১৯০
- তাওয়াফ করার পদ্ধতি ১৯০
- তাওয়াফের প্রতি চক্করে নতুন নতুন দুআ পড়তে হবে? ১৯১
- তাওয়াফের মাসনূন দুআ ১৯২
- তাওয়াফের পর দুরাকাত নামায আদায়ের হুকুম ১৯৪
- মাকামে ইবরাহীমে নফল আদায় করা কি জরুরী? ১৯৪
- একাধিক তাওয়াফের নামায একসাথে আদায় করা ১৯৫

- তাওয়াফের জরুরী মাসাইল ১৯৫
- তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে ইহরাম খুলে ফেলা ১৯৮
- তাওয়াফে যিয়ারতের সময় ১৯৯
- কঙ্কর নিক্ষেপের পর তাওয়াফে যিয়ারত করা যাবে? ২০০
- তাওয়াফে যিয়ারতের পদ্ধতি ২০০
- তাওয়াফে যিয়ারত ছেড়ে দিলে করণীয় ২০১
- তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী সহবাস ২০২

হজরে আসওয়াদ

- হাজরে আসওয়াদের ফযিলত ২০৩
- হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়ার আদব ২০৩
- হাজরে আসওয়াদে কেনো চুমু দেওয়া হয়? ২০৪
- হাজরে আসওয়াদের রং প্রথমে কি সাদা ছিল? ২০৬

যমযম

- যমযম এর ফযিলত ও আদব ২০৭
- যমযমের পানি পান করার পদ্ধতি ২০৮
- যমযমের পানি সাথে করে নিয়ে আসা ২০৮

সাঈ

- সাঈ কাকে বলে? ২১০
- সাঈর শর্ত ও আদবসমূহ ২১০
- সাঈ কয়েকবারে আদায় করা ২১১
- সাঈ করার সুন্নত পদ্ধতি ২১১
- সাঈ এর জরুরী মাসাইল ২১২
- সাঈ শেষ করার পর করণীয় কি? ২১৪

ধারাবাহিক হজের মাসাইল

- হজের ফরযসমূহ ২১৬
- হজের রুকনসমূহ ২১৬
- হজের ওয়াজিবসমূহ ২১৬
- হজের সুন্নতসমূহ ২১৭
- হজের প্রকারসমূহ ২১৭
- হজের প্রথম দিন : যিলহজের ৮ তারিখ ২২১
- হজের দ্বিতীয় দিন : যিলহজের ৯ তারিখ (আরাফা দিবস) ২২২

■ আরাফা থেকে মুযদালিফায় গমন ২২৩
■ হজের তৃতীয় দিন : যিলহজের ১০ তারিখ ২২৪
■ হজের চতুর্থ দিন : যিলহজের ১১ তারিখ ২২৭
■ হজের পঞ্চম দিন : যিলহজের ১২ তারিখ ২২৮
■ মুকিম ও মুসাফির হওয়ার মাসআলা ২২৮
■ হজ ও উমরার সফরে কসর নামায ২৩০
■ ৮ই যিলহজ কখন মিনায় যাওয়া উচিত? ২৩০
■ মিনার সীমানার বাইরে অবস্থান করলে হজ সহিহ হবে কিনা? ২৩০
■ সূর্য হেলে পড়ার পর আরাফায় পৌঁছা ২৩১
■ আরাফায় সূর্যাস্তের পর পৌঁছা ২৩১
■ আরাফায় কতক্ষণ অবস্থান করবে? ২৩২
■ আরাফায় যোহর ও আসর নামাযে কসর কেন? ২৩৩
■ আরাফায় যোহর ও আসরের নামায একসঙ্গে আদায়ের জন্য শর্ত কি? ২৩৩
■ উকূফে আরাফার সুন্নত পদ্ধতি ২৩৪
■ আরাফার জরুরী মাসাইল ২৩৫
■ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করা ২৩৬
■ মাশআরে হারামে অবস্থানের কারণ কি? ২৩৭
■ মুযদালিফায় কখন অবস্থান করবে? ২৩৮
■ উকূফে মুযদালিফা ছুটে গেলে করণীয়? ২৩৮
■ কঙ্কর নিক্ষেপের সঠিক জায়গা ২৩৯
■ কঙ্কর কেমন এবং কতগুলো হতে হবে? ২৩৯
■ যিলহজের ১০ তারিখ মাগরিবের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করা ২৪০
■ কঙ্কর নিক্ষেপে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ২৪০
■ কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেওয়ার হুকুম ২৪১
■ অন্যের মাধ্যমে কঙ্কর নিক্ষেপ করানো ২৪১
■ ভিড়ের সময় মহিলাদের কঙ্কর অন্য কারও মাধ্যমে নিক্ষেপ করানো ২৪২
■ কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে মাযূরের সংজ্ঞা ২৪২
■ অন্যের পক্ষ হতে কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি ২৪৩
■ কঙ্কর নিক্ষেপের জরুরী মাসাইল ২৪৩
■ দম কোথায় আদায় করতে হবে? ২৪৪

■ হাজী সহেবের ওপর ঈদের কুরবানীও ওয়াজিব? ২৪৫
■ হজে কুরবানী করার পূর্বে টাকা চুরি হয়ে গেলে করণীয় ২৪৬
■ কোনো প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কুরবানী করানো ২৪৬
■ ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করানো ২৪৭
■ মিনা ও আরাফায় জুমা ২৪৮
■ মিনা থেকে মক্কায় ফিরে গিয়ে করণীয় ২৪৯
■ বিদায়ী তাওয়াফের হিকমত ২৫০
■ বিদায়ী তাওয়াফ কখন আদায় করবেন? ২৫১
■ বিদায়ী তাওয়াফের পদ্ধতি ২৫২

মক্কার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

✓ নবীজী সা. এর জন্মস্থান ২৫৩
✓ হেরা গুহা ২৫৪
✓ সাওর গুহা ২৫৪
✓ মসজিদে বাইআত ২৫৫
✓ মসজিদে জিন ২৫৫
✓ মসজিদে রায়াহ ২৫৫
✓ মসজিদে শাজারা ২৫৫
✓ মসজিদে খালিদ বিন ওয়ালিদ ২৫৬
✓ জুমূম -এ অবস্থিত মসজিদে ফাতাহ ২৫৬
✓ মসজিদে সাখরা ২৫৬
✓ জাবালে রহমত ২৫৬
✓ দারুন নাদওয়া ২৫৭
✓ মুআল্লা কবরস্থান ২৫৭
✓ খাদীজা রা.-এর ঘর ২৫৭
✓ মাইমুনা রা.-এর কবর ২৫৮
✓ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর কবর ২৫৮
✓ মসজিদে বিলাল রা. ২৫৯
✓ মসজিদে আবু বকর রা. ২৫৯
✓ মসজিদে ইস্তিরাহা ২৫৯
✓ মসজিদে তানয়ীম ২৫৯
✓ মসজিদে হুদাইবিয়া ২৫৯
✓ মসজিদে জিইররানা ২৫৯
✓ মসজিদে খাইফ ও মুরসালাত গুহা ২৬০

✓ মসজিদে নামিরা ২৬০
✓ মসজিদে মুযদালিফা ২৬১
✓ মসজিদে আকাবা ২৬১
✓ মসজিদে কাউসার ২৬১
✓ মসজিদে মিনা ২৬১
✓ ওয়াদিয়ে মুহাসসার ২৬১

মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত

■ মদীনা মুনাওয়ারায় গমন ২৬৩
■ মদীনা মুনাওয়ারার ফাযাইল ২৬৩
■ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববী সফর করা ২৬৫
■ রওযায়ে মুবারকের যিয়ারতও কি বদলি করানো যায়? ২৬৫
■ রওযা শরীফ যিয়ারত ব্যতীত ফিরে আসা ২৬৬
■ মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় কি জরুরী? ২৬৬
■ মসজিদে নববীর মহত্ত্ব ও ইতিহাস ২৬৮
■ রিয়াদুল জান্নাহ ২৬৯
■ নবীজী সা. এর মিহরাব ২৬৯
■ সবুজ গম্বুজ ২৭০
■ মসজিদে নববীতে সাতটি বিশেষ স্তম্ভ ২৭১
■ আসহাবে সুফফাহ ২৭২
■ রওযা মুবারক যিয়ারতের পদ্ধতি ২৭৩
■ মদীনা মুনাওয়ারায় যিয়ারতের অন্যান্য স্থানসমূহ **২৭৭**
■ জান্নাতুল বাকি ২৭৭
■ উহুদ পাহাড় ২৭৭
■ মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদসমূহ ২৭৮
✓ মসজিদে কুবা ২৭৮
✓ মসজিদে জুমা ২৭৯
✓ মসজিদে মুসল্লা ২৭৯
✓ মসজিদে আবু বকর রা. ২৭৯
✓ মসজিদে আলী রা. ২৭৯
✓ মসজিদে বাগলা ২৭৯
✓ মসজিদুল ইজাবা ২৭৯
✓ মসজিদে সুকয়া ২৮০

✓ মসজিদে আহযাব ২৮০
✓ মসজিদে বনি হারাম ২৮০
✓ মসজিদে যাবাব ২৮০
✓ মসজিদে কিবলাতাইন ২৮০
✓ মসজিদে ফাদীহ ২৮১
✓ মসজিদে বনি কুরাইযা ২৮১
✓ মসজিদে ইবরাহীম (মারিয়া কিবতিয়া) ২৮১
✓ মসজিদে বাকি (মসজিদে উবাই) ২৮১
✓ মসজিদে আবু যর (মসজিদে তরীকুস সাফিলা) ২৮১

এক নযরে মদীনার আদবসমূহ ২৮২

হজ থেকে প্রত্যাবর্তন

■ হাজী সাহেবদের অভ্যর্থনা জানানো ২৮৭
■ হজ ও উমরা আদায়ের পরও গুনাহ বর্জন না করা ২৮৮
■ হজ আদায়ের পর নামের সাথে হাজী লেখা ২৮৯
■ হজ আদায়ের পর নিজের হিসাব নিন ২৯০

গ্রন্থপঞ্জি ২৯৩

হজের প্রাথমিক মাসাইল

বাইতুল্লাহর হজ আদায় ফরয

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ۝۹۷

আর এ ঘরের হজ করা মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না—আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ৯৭)

এ আয়াতে কাবা ঘরের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতির প্রতি শর্তসাপেক্ষে কাবা ঘরের হজ আদায় ফরয করেছেন। শর্ত হলো এই, কাবা ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যা দিয়ে সে কাবা ঘর পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া ঘরে ফেরা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ি-ঘরে চলাফেরা করাই কঠিন। এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে?

মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ হজে থাকবে; পুরুষ নিজ খরচে হজ সম্পাদন করুক কিংবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কাবা ঘরে পৌঁছার জন্য রাস্তা নিরাপদ হওয়াও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জানমালের ক্ষতির প্রবল আশংকা থাকে, তবে হজের সামর্থ্য নেই বলে মনে করা হবে।

হজ শব্দের অভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান ইত্যাদি কার্যাবলীকে হজ বলা হয়। এ ব্যাখ্যা কুরআন প্রদত্ত। হজের অবশিষ্ট কার্যাবলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

বাইতুল্লাহর হজ আদায় করা ফরয—উল্লেখিত আয়াতে এ ঘোষণা দেওয়ার পর শেষে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর যে লোক তা মানে না—আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না।' অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, তার তো জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ তাআলা জগতের সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। এতে ওই ব্যক্তি তো অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে, যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে হজ ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করবে। হজকে যে ব্যক্তি ফরয মনে করবে না, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং কাফের হয়ে যাওয়া ব্যাপারটি স্পষ্ট। কারণ তার মাঝে অস্বীকারের বিষয়টি স্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে। আর যে ব্যক্তি হজ আদায় ফরয—একথা বিশ্বাস করে, কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ আদায় করে না, সেও এক দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বীকারকারী। তার ব্যাপারে অস্বীকারের বিষয়টি ধমকি স্বরূপ এবং গুরুত্ব বুঝানোর অর্থে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ এই ব্যক্তি কাফেরদের মতো একটি কাজে লিপ্ত। যেমনিভাবে কাফের এবং হজের বিধান অস্বীকারকারী হজ আদায় করে না, সেও অনুরূপ। এজন্য ফকীহগণ বলেন, আয়াতের এ অংশে ওই সমস্ত লোকদের ব্যাপারে কঠিন ধমকি বর্ণিত হয়েছে, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ আদায় করে না। তারা তো এ কাজের ক্ষেত্রে কাফেরদের মতো হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা আমাদের হিফাজত করুন।[১]

হজের ফাযাইল ও মাসাইল

হজ ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। বিদায় হজের সময় ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। হজের মাধ্যমেই ইসলামের রুকনগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটে। হাদীসে হজের বহু ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে আছে :

---

[১] *মাআরিফুল কুরআন* : ২/১২২।

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

> যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ আদায় করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত রইল, সে ওই দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।[২]

সহীহ বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি, তিনি বললেন, (হাজ্জুন মাবরূর) মাকবুল হজ।[৩]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক উমরার পর আরেক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান।[৪]

তোমরা একের পর এক হজ ও উমরা আদায় করবে। কেননা তা অভাব ও পাপ এরূপ দূর করে দেয়, যেরূপ হাপর লোহা, সোনা ও রুপার ময়লা দূর করে থাকে। আর 'মাবরূর' হজের বিনিময় জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।[৫]

হজ খোদা-প্রেমের বহির্প্রকাশ। বাইতুল্লাহ ইলাহী তাজাল্লী ও নূরের সরোবর। এজন্যই বাইতুল্লাহ এবং নবীজীর রওযা যিয়ারতের জন্য মুমিনদের হৃদয় এমন ব্যাকুল থাকে। যদি কারও হৃদয়ে এই আকাঙ্খা প্রবল না হয়, বুঝতে হবে, তার ঈমানের শেকড় শুকিয়ে আছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ঘর পর্যন্ত পৌঁছার মত সম্বল ও বাহনের অধিকারী হওয়ার পরও যদি হজ না করে, তবে সে

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৫২১।
[৩] *সহীহ বুখারী* : ১৫১৯।
[৪] *সহীহ বুখারী* : ১৭৭৩।
[৫] *সুনানে নাসায়ী* : ২৬৩১।

ইহুদী হয়ে মারা যাক বা নাসারা হয়ে মারা যাক তাতে তাঁর (আল্লাহ তাআলার) কোনো ভাবনা নেই।[৬]

অন্য অরেকটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট অভাব অথবা অত্যাচারী শাসকের বাধা, অথবা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া হজ পালন না করে মৃত্যুপথে যাত্রা করেছে, যে যেন মৃত্যুবরণ করে ইহুদী হয়ে অথবা নাসারা হয়ে।[৭]

যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে হাজীদের সংখ্যা। কিন্তু খুবই দুঃখজনক বিষয় হলো, হজের সে নূর এবং বারাকাত ক্রমেই নিষ্প্রভ এবং নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। হজ আদায়ের মাধ্যমে যে সুফল উম্মাহ্‌র জীবনে পরিলক্ষিত হওয়ার কথা ছিল, তারা তা থেকে মাহরূম হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার খুব অল্প কিছু বান্দা এখনো এমন আছেন, যারা যাবতীয় শর্ত এবং নিয়ম পালন করে হজ আদায় করেন। আর অধিকাংশ হাজী সাহেবগণ নিজের হজ বরবাদ করে আসেন। নেকির বদলে গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসেন ওখান থেকে। হজের মূল লক্ষ্য তাদের সামনে থাকে না। তাদের জানা থাকে না হজের মাসাইল ও আহকাম। হজ কিভাবে আদায় করতে হয়, এই শিক্ষাটুকুও তাদের থাকে না। তাছাড়া তারা ভ্রুক্ষেপ করেন না সে সমস্ত পবিত্রতম স্থানগুলোর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি। বরং এখন তো এমন অনেক দৃশ্যও দেখা যাচ্ছে যে, হজের ভেতর নিষিদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া এক ধরণের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আর উম্মত এ সমস্ত অপরাধকে অপরাধ বলতেও প্রস্তুত নয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

এটা তো স্পষ্ট বিষয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনি করে হজ আদায়ের মাধ্যমে আরাধ্য সে নূর ও বরকত হাসিল করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এভাবে সম্ভব নয় আল্লাহ তাআলার করুণার দৃষ্টি লাভ করা। কুরআনুল কারীমে হজের ব্যাপারে হিদায়াত দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে, হজের ভেতর অশ্লীল কথাবার্তা, অন্যায় আচরণ এবং ঝগড়া-বিবাদ বিধেয় নয়।

[৬] *জামে তিরমিযী* : ৮১২।
[৭] *মিশকাতুল মাসাবীহ* : ২৫৩৫।